সিএএ: মোদীর কাছে কেন্দ্রের পদক্ষেপ জানতে চান শান্তনু

নিজস্ব সংবাদদাতা

বনগাঁ: অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাংগঠনিক বৈঠকে রবিবার নয়া নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করার দাবিতে ফের সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কারণ সিএএ এখনও কার্যকর না হওয়ায় মতুয়ারা ক্ষুব্ধ। এই প্রেক্ষিতে সোমবার অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানালেন, সিএএ কার্যকর করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে জানতে চাইবেন তাঁরা।

গোপালনগরের রঘুনাথপুর এলাকায় এ দিন চতুষ্পাঠি করেন শান্তনু, রাজ্য বিজেপির সদ্য প্রাক্তন সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার ও রীতেশ তিওয়ারি, সদ্য প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, বনগাঁ উত্তর ও কৃষ্ণগঞ্জের দলীয় বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও আশিস বিশ্বাস-সহ এক ঝাঁক নেতা, যাঁরা এখন দলে 'বিক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীর মুখ হিসাবে পরিচিত।

দুপুরে খাওয়ার পরে শান্তনু সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "আগামীতে ভারত সরকার সিএএ কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ করছে, তা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাদের জানতে হবে। সেই মতো আমাদের বার্তা পৌঁছতে হবে।" সিএএ কার্যকর না হওয়ায় মতুয়াদের তরফে তাঁদের উপরে চাপ আসছে জানিয়ে শান্তনুর আরও মন্তব্য, "গত ৯ জানুয়ারির মধ্যে সিএএ কার্যকর করার যে মেয়াদ ছিল, তা শেষ হয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয় বার এমন হল। আমাদের 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের' ৫ লক্ষ সক্রিয় এবং ২০ লক্ষ সাধারণ সদস্য আছেন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮০-৯০ শতাংশ মতুয়া। ফলে আমাদের চাপ সামলাতেই হবে। সিএএ কার্যকর করা আমাদের কাছে বড় বিষয়।"

রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীমণ্ডলী এবং জেলা সভাপতিদের মধ্যে মতুয়া প্রতিনিধিত্ব না থাকায় কয়েক দিন আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শান্তনু। শুধু মতুয়া এবং সিএএ প্রশ্নে নয়, রাজ্য বিজেপির নতুন পদাধিকারীমণ্ডলীতে সিংহভাগ পুরনো নেতা বাদ পড়া নিয়েও দলের অন্দরে অনেকেই ক্ষুব্ধ। দুই ক্ষেত্রের অসন্তোষকে এক সূত্রে গাঁথতে গত কয়েক দিন ধরে শান্তনু-সহ বিভিন্ন নেতার বাড়িতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৈঠক করেছেন জয়প্রকাশ, রীতেশরা। শনিবার কলকাতায় পোর্ট ট্রাস্টের অতিথিশালায় শান্তনু এবং ওই নেতাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। তার পরে শান্তনু নাম না করে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীর অপসারণ দাবি করেন। এ দিন চতুষ্পাঠি উপলক্ষে ফের মুখোমুখি হন রাজ্য বিজেপির বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতারা। সূত্রের খবর, সেখানে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, রাজ্যের সমস্ত এলাকায় ওই নেতারা বৈঠক করবেন। পুরনো নেতা-কর্মীদের একত্রিত করা হবে। শান্তনু বলেন, "যদি দলে বেসুরোদের সংখ্যা বেশি হয়েও সুর থাকে, তা হলে মানুষ তাঁদেরই গ্রহণ করবেন। আমি একটা দলকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার দলের যদি অন্দর ভবিষ্যতে কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভবনা দেখা দেয়, তা হলে দায়িত্ববান মন্ত্রী-সাংসদ হিসাবে আমার কাজ সুরক্ষা দেওয়া। সব কিছু এক মুহূর্তে সমাধান হয় না। ভবিষ্যতে দলকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি।" আপাতত তিনি 'সাংসদ সম্পর্ক যাত্রা'র মাধ্যমে জনসংযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

এ দিনের চতুষ্পাঠিতে দেখা মেলেনি বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার এবং দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাসের। রঘুনাথপুর এলাকাটি গোপালনগর থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। স্বপন ও রামপদের বাড়িও সেই এলাকাতেই। চতুষ্পাঠিতে তাঁদের কেন দেখা গেল না? দু'জনের কথায়, "আমাদের কোনও আমন্ত্রণ ছিল না।" এ বিষয়ে শান্তনুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, "আমি জানি না। যাঁরা আমন্ত্রণ করেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।"

> ভারত সরকার সিএএ কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ করছে, তা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাদের জানতে হবে।
>
> **শান্তনু ঠাকুর**
> (কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী)

প্রসঙ্গত, এর আগে শান্তনু যে দিন কয়েক জন মতুয়া বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন, সে দিনও স্বপন সেখানে যাননি। আর রামপদকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরাতে চান শান্তনু এবং কয়েক জন বিধায়ক।

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ অবশ্য মতুয়াদের সক্রিয়তায় অন্যায় দেখছেন না। তিনি এ দিন বলেন, "মতুয়ারা বিজেপির সঙ্গে আছেন। বিজেপি তাঁদের সম্মানের জন্য নাগরিকত্বের কথা ভেবেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিল পাশ করেছেন। আমরাই তা কার্যকর করব। কিন্তু তারা সরকারকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এতে অন্যায়ের কিছু নেই।" এখই সঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, "আমরা খালি মতুয়াদের নিয়ে চিন্তিত নই। আদিবাসী, জনজাতি, রাজবংশীরাও বিজেপির সঙ্গে আছেন। তাঁদের আলাদা আলাদা সমস্যা আছে। সেগুলি আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি।"

এ দিকে, বনগাঁ লোকসভের পর এ দিন বিজেপির রাজ্য দফতরের আপমার্কে এবং শ্যামপাজার এলাকায় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে। টুইটারেও 'সেভ বেঙ্গল বিজেপি' নামে একটি হ্যাশ্‌ল থেকে অমিতাভ, রাজ্য দলের কেন্দ্রীয় সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে দলকে বাঁচানোর দাবি করা হয়েছে।

পোস্টার প্রসঙ্গে দিলীপের কটাক্ষ, "ছোটের পরে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধেও পোস্টার লাগানো হয়েছিল। কিছু লোক অতি বিপ্লবী, অতি হতাশ। তাঁরা এ সব করে বেড়াচ্ছেন। কিছু লোক কারও কাছ থেকে পয়সা নিয়েও করে থাকতে পারেন। এ সব নিয়ে ভাবনা-চিন্তারও সময় আমাদের নেই।" আর 'বিক্ষুব্ধদের' প্রসঙ্গে দিলীপের মন্তব্য, "আমাদের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক আছেন। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উনি কথা বলুন। হয়তো তাঁকে ফোন করে ঠিকমতো কথাবার্তা বলা হচ্ছে না। তাই তাঁরা একটু ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কথা বললেই ঠিক হয়ে যাবে।"

ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারককে ধরলেন 'দ্বিতীয়' স্ত্রী

অনুপরতন মোহান্ত

বালুরঘাট: কখনও তিনি সেনাকর্মী, কখনও বা ডাক্তার। অভিযোগ, সমাজ মাধ্যমে এই ভাবে পরিচয় ভাঁড়িয়ে নিজের প্রোফাইল খুলতেন এক যুবক। তার পরে একাধিক যুবতীকে বিয়ে করে তাঁদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে পালানোর অভিযোগও রয়েছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না দীপক শর্মা নামে ওই যুবকের। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁরই পথ ধরে তাঁকে ধরা করেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। সমাজ মাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে বিয়ের প্রলোভন দেখান। সেই 'টানে' অসম থেকে চলেও দক্ষিণ দিনাজপুরে এসেছিলেন দীপক। সোমবার দীপকের দ্বিতীয় স্ত্রীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে বালুরঘাটের পুলিশ। ওই যুবক আদতে সেনাকর্মী কি না, অথবা ডিক্টর কতগুলো বিয়ে করেছেন, সেই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান।

প্রতারিত ওই মহিলার অভিযোগ, দীপক সমাজ মাধ্যমেই যদি পেতে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার পর তাঁদের ফাঁকে সেনাকর্মী, কাউকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে বিয়ে করে। পরে ওই মেয়েদের টাকা-পয়সা হাতিয়ে চম্পট দেন বলে অভিযোগ। অসমে ওই যুবকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। সেই কথা গোপন রেখেই একের পর এক মেয়েকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে ওই যুবক বিয়ে করে চলেছেন বলে অভিযোগ। এই ভাবেই তিনি বিয়ে করেন বালুরঘাটের এই মহিলাকে। আরও অভিযোগ, দীপক সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ও মালদহের দুই তরুণীকেও বিয়ে করেছিলেন। দু'জনের ক্ষেত্রেই টাকাপয়সা হাতিয়ে পালানোর অভিযোগও রয়েছে।

অভিযোগকারী দ্বিতীয় স্ত্রী পুলিশকে জানান, ২০১৬ সালে সমাজ মাধ্যমেই দীপকের সঙ্গে পরিচয় তাঁর। তখন দীপক নিজেকে সেনাকর্মী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন তিনি অবিবাহিত। ওই তরুণীর দাবি, দীপককে তিনি বিশ্বাস করেন এবং পালিয়ে বিয়ে করে দু'জনে শিলিগুড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। তাঁর আরও দাবি, পরে তিনি জানতে পারেন ওই যুবক প্রতারক, কিন্তু তত দিনে তাঁর বাবার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা হাতিয়ে পালিয়েছেন দীপক।

দ্বিতীয় স্ত্রী জানান, এর পরে দীপকের পাখেই তিনি ভাঁকে ফাঁদে ফেলার ছক কষেন। সমাজমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলেন। তার পরে দীপককে বিয়ে করার নাম করে বালুরঘাটে ডেকে আনেন। এ দিন থানায় বসে ধৃত দীপক তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (পূর্বতন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর)
৭/১, ক্লাব হাউস রোড, পার্কস্ট্রিট চেম্বার্স, ৩য় তল, কোলকাতা-৭০০০০১
সংশোধনী
১১/১৬/২০২১ তারিখে অধমস্বাক্ষরী ইঞ্জিনা ও বা ট্রাস্টিজ্যাক্টর প্রকাশিত টেন্ডারের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ পরিবর্তন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ করা হল। শুভ্রশিল্প ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ পক্ষে
ডি. ডি. ঘোষ
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

লাইনচ্যুত বিকানের এক্সপ্রেসের সামনে সেলফি। ছবি: সন্দীপ পাল

কোটির লটারি-জয়ী কি অনুব্রত, চর্চা দিনভর

নিজস্ব সংবাদদাতা

বোলপুর: কোটি টাকার লটারি তো কত জনই জেতেন। চর্চাও হয়। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য যদি ফেরে কোটির লটারিতে, তা হলে তা সংবাদমাধ্যমেও জায়গা করে নেয়। কিন্তু, সোমবার একটি ওয়েবসাইটে ১ কোটি টাকার লটারি বিজেতা হিসেবে যাঁর নাম ও ছবি দেখে তা দিনভর চর্চার বিষয় হয়ে উঠল, তিনি আর কেউ নন, তিনি তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল!

এ দিন দুপুরে দেখা যায় ওই ওয়েবসাইটে অনুব্রতের নাম ও ছবি দিয়ে তিনি এক কোটি টাকা জিতেছেন বলে দাবি করা রয়েছে। ছবির নীচে রয়েছে বীরভূম জেলার নাম। যে লটারি তিনি জিতেছেন বলে উল্লেখ করেছে, সেটা এ রাজ্যে যথেষ্টই পরিচিত। সারা দিন দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতে তিন বার করে সেই খেলা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা অবশ্য ওই ওয়েবসাইটের দাবির সত্যতা বিচার করে দেখেনি। তবে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হয়নি। সমাজ মাধ্যমেও ওয়েবসাইটের ওই অংশের ছবি ভাইরাল হয় নিমেষে। সেখানে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, এর পরে মস্ত্রী বিষয়কন্দেরও দেখা যাবে লটারিতে পুরস্কার জিততে!

অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ মহলের অবশ্য দাবি, কোনও লটারির টিকিট কেটে তিনি হেঁয়ালি!

এক কোটির সেই লটারি। নিজস্ব চিত্র

তিনি কেনেননি। এ দিনই বিকেলে মহম্মদবাজার ব্লকে জঙ্গলমহল উৎসবের সূচনা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন অনুব্রত। অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে লটারি জেতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অনুব্রত বলেন, "এই নিয়ে কোনও কথা বলব না।"

'গুড়-বাতাসা' থেকে 'চড়াম চড়াম' কিংবা 'ভায়রুর খেলা হবে'— বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতির প্রতিটি লব্জের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হেঁয়ালি। সেই হেঁয়ালি ঘিরে কতই না চর্চা, কত প্রতিক্রিয়া। এ বার তাঁর নামে কোটির লটারি 'জেতা' ঘিরেও বহাল রইল হেঁয়ালি!

জেলায় পর্যবেক্ষণ, বৈঠকে কেন্দ্রীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক কোথাও, কোথাও সরেজমিনে ১০০ দিনের প্রকল্প এবং আবাস যোজনার কাজ ঘুরে দেখা। সোমবার থেকে রাজ্যের জেলায় জেলায় কাজ শুরু করল 'ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং' (এনএলএম) দল। আগামী শনিবার পর্যন্ত যোলোটি জেলায় পর্যবেক্ষণ করার কথা তাদের। প্রশাসন সূত্রের দাবি, সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী এলাকা চিহ্নিত করবে এই প্রতিনিধি দলগুলি। সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে ১০০ দিনের প্রকল্পে যেখানে বেশি খরচ হয়েছে এবং শ্রম দিবস বেশি তৈরি হয়েছে তেমন এলাকা। সেখানে আবাস যোজনার কাজও দেখা হবে।

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকেরা এ দিন পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার গোভিনা, গোকুলনগর ও পরামানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথাও বলেন। নদিয়ার দলটি ঘুরে দেখে নাকাশিপাড়া ব্লকের বিষ্ণুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকা। মুর্শিদাবাদের দলটি নবগ্রামে ঘুরেছে।

হুগলিতে যাওয়া প্রতিনিধি দল এ দিন সিমলাগড়-ভিটাসিন্দ এবং রামেশ্বরপুর-গোপালনগর পঞ্চায়েতের কয়েকটি জায়গায় গিয়ে ১০০ দিনের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এলাকার ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় দলের সদস্যেরা কথা বলেন। পূর্ব বর্ধমানের দলটি এ দিন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকের পরে, খণ্ডঘোষের লোদনা পঞ্চায়েতে যায়। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পঞ্চায়েতে অফিসেই নানা কাগজপত্র দেখেন দলের সদস্যেরা।

আবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে রাতে ওই দল পৌঁছনোর কথা। জলপাইগুড়ি এবং মালদহে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা আজ, মঙ্গলবার থেকে পরিদর্শন শুরু করবেন। একই ভাবে কাজ হওয়ার কথা বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়।

এক নজরে

মমতার কাছে আজ কিরণময়

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে খুব বেশি সংখ্যায় প্রার্থী দিতে চায় না তৃণমূল কংগ্রেস। তবে দলের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে সাধ্যমতো থাকতে চান তৃণমূল নেতৃত্ব। আজ মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টির নেতা কিরণময় নন্দের সঙ্গে আলোচনায় তা নিদিষ্ট করে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপ্রদেশে তাঁদের সমর্থনে প্রচারে যাবেন কি না, তা নিয়েও কথা হতে পারে এই বৈঠকে। এ রাজ্যে তৃণমূলের প্রতি সমাজবাদী পার্টির সমর্থন জানিয়ে দলের সাংসদ ডাকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে পাঠিয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। করোনা পরিস্থিতিতে সেখানে প্রচারের খুব বেশি সুযোগ না থাকলেও মমতার উপস্থিতিকে কাজে লাগাতে চান তাঁরা।

জ্যোতিবাবুকে শ্রদ্ধা

তৃণমূল নেত্রী তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন। এমন ছবি চেনা, কিন্তু মুর্শিদাবাদের তৃণমূল জ্যোতি বসুর নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত বছর কয়েক আগেও। অথচ এ বছর তাঁর প্রয়াণ দিবসে সিপিএমকেও রীতিমতো পিছনে ফেলে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। রানিনগরের তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন, রানিনগর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শাহ আলম সরকার, জোমকলের বিধায়ক তৃণমূলের জাফিকুল ইসলাম ফেসবুকে জ্যোতিবাবুর ছবি মাথার উপরে দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

বিধি 'লঙ্ঘন'

কোভিড-পরিস্থিতিতে পুরভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ, সোমবার পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে ভোট-প্রচারে বিধি ভেঙে সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করার অভিযোগ উঠল ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী উপল সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রচারে আসেন 'বাদাম বাদাম...' গান গেয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠা ভুবন বাদ্যকর। ফাঁকা জায়গায় শ'পাঁচেক লোক জড়ো হয়েছিলেন বলে দাবি বিরোধীদের।

অনুমোদন ছাড়া ডিগ্রি দিলে ব্যবস্থা, বিজ্ঞপ্তি ইউজিসি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা

'এই অতিমারির সময়ে বাড়িতে বসেই অনলাইনে পড়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পান। এই পাঠ্যক্রম এবং ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদিত'— এমন সব বিজ্ঞাপনের জেরে এ বার পাল্টা বিজ্ঞপ্তি দিল ইউজিসি। সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি অনুমোদিত অনলাইন এবং ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিং (ওডিএল) অর্থাৎ দূরশিক্ষার পাঠ্যক্রম রয়েছে, তা অন্য কোনও সংস্থার (ফ্র্যাঞ্চাইজি) মাধ্যমে পড়ানো যাবে না। পাঠ্যক্রম শেষে ডিগ্রিও দেওয়া যাবে না। এই পদ্ধতি আইনগ্রাহ্য নয়। ইউজিসি-র সচিব রজনীশ জৈনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমন উদ্যোগ চললে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সঙ্গে জড়িত এডুকেশন টেকনোলজি সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'সম্প্রতি ইউজিসি-র নজরে এসেছে, কিছু এডুকেশন টেকনোলজি সংস্থা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। তারা দূরশিক্ষা, অনলাইনে শিক্ষার ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম করাচ্ছে। যেগুলি ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত। ইউজিসি এই ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবস্থা অনুমোদন করে না। প্রয়োজনে ওই সব এডুকেশন টেকনোলজি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বিজ্ঞপ্তিতে পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি ইউজিসি অনুমোদন করছে, কোনও কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে তাঁরা ইউজিসি-র ওয়েবসাইটে সেটা যেন ভাল করে দেখে নেন।

পশ্চিমবঙ্গে যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা চালু আছে, রবীন্দ্রভারতী তার অন্যতম। ইউজিসি-র এই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী সোমবার জানান, বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রবীন্দ্রভারতীর ইউজিসি অনুমোদিত দূরশিক্ষা পাঠ্যক্রম পড়াতে চায় তারা। কিন্তু রবীন্দ্রভারতী কোনও পরিস্থিতিতেই এই ধরনের বিষয়কে প্রশ্রয় দেয় না। উপাচার্য জানান, আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কোনোনাকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন যথাযথ অফলাইন ক্লাস হচ্ছে না, তখন এই ধরনের প্রস্তাব আরও বেশি করে আসছে। কিন্তু তাঁরা একে অগ্রাহ্য করছেন।

২০ জানুয়ারি ২০২২
আনন্দমেলা
ধারাবাহিক
আমার বাবা সত্যজিৎ রায় : ঘনাদা কমিক্‌স
পাণ্ডব গোয়েন্দা : পঙ্গপালের দঙ্গলে
বেড়ানো জনমানবহীন শহর ধনুশকোডি

WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
(A Company wholly owned by the Government of West Bengal)
Swastha Sathi, GN-29, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700091
Memo No: HPM-41016(19)/2021/WBMSCL SECDept. dt HHFW/01/21 Date: 17.01.2022
AMENDMENTS TO NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for procurement of following items to be supplied to different COVID-19 testing laboratories of the State of West Bengal as per details indicated in the table below :-

Sl. No.	Item	Qty.	Bid Ref. No.	Last date of submission of online bid
1.	Manual RNA Extraction Kit (column Based) including Plastic ware	10 lakhs	WBMSCL /NIT- 12/ 2022: Dated – 13.01.2022	20.01.2022 up to 03:00 PM
2.	Automatic RNA Extraction Kit including Plastic ware	30 lakhs		

Interested Bidders may download the tender document and submit their bids online at the website www.wbtenders.gov.in. The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in, www.wbmsc.gov.in & www.egiyebangla.gov.in
Sd/-
Managing Director
& Senior Special Secretary to the Government of West Bengal,
Health & Family Welfare Department

সপ্তাহ শেষে আবার বৃষ্টি, কমে যাবে শীতের দাপট

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেঘ, বৃষ্টি কাটিয়ে সদ্য ছুটে ফিরেছে শীত। মাঘের শুরুতে বাঘা শীতের আশায় বুক বেঁধেছে বাঙালি। তবে সেই শীত কি থাকবে? নাকি ফের কালিম্পং কাঞ্চার ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে বঙ্গের শীত? আবহবিদদের অনুমান, শীতের এমন মারকাটারি ব্যাটিং বেশি দিন মিলবে না। বরং চলতি সপ্তাহের শেষেই পারদ চড়তে পারে। মিলতে পারে মেঘলা আকাশ, হাল্কা বৃষ্টিও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস সোমবার জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে রাজস্থানের উপরে একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হাজির হবে। তার প্রভাবে পূর্ব ভারত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হবে। তাই সপ্তাহান্তে মেঘলা আবহাওয়া, হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে পারে।

তবে সোমবার আবহাওয়া দেখে অবশ্য সপ্তাহান্তে কী হতে চলেছে তার আঁচ পাওয়ার জো নেই। এ দিন কলকাতা-সহ বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শীতের আমেজ মিলেছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি নীচে। দমদম এবং সল্টলেকের মতো কলকাতা লাগোয়া এলাকাগুলিতেও জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। পারদ অনেকটাই নেমেছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, দিঘার মতো উপকূলীয় এলাকাতেও কনকনে ঠান্ডা। পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানের মতো এলাকাগুলিতে শীতের দাপট স্বাভাবিক ভাবেই দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে বেশি। শ্রীনিকেতনের রাতের তাপমাত্রা নেমেছে ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

রাতের তাপমাত্রা নামছে উত্তরবঙ্গেও। পাহাড়ি এলাকাগুলিতে তো এ সময়ে কনকনে ঠান্ডাই স্বাভাবিক। কদিন আগে তরাই-ডুয়ার্সের জেলাগুলিতেও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা মাথাচাড়া দিয়েছিল। সেখানেও এখন হাড়কাঁপানো শীত মালুম হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এ দিন শিলিগুড়ির তাপমাত্রা প্রায় ৮ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারও ৮-৯ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মালদহ, দুই দিনাজপুরেও ঠান্ডার কমতি নেই।

তবে আপাতত এই বাঘা শীতের দাপট কদিন চলবে সেটাই অবশ্য প্রশ্ন!

কোথায় কত

কোথায়	কত
দার্জিলিং	৪.৫
কালিম্পং	৭.৫
শিলিগুড়ি	৮.১
কোচবিহার	৮.৩
পুরুলিয়া	১০.১
বসিরহাট	১০.৫
কাঁথি	১১.০
বালুরঘাট	১১.৩
ব্যারাকপুর	১১.৫
মালদহ	১১.৯
কলকাতা	১২.৪

সোমবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ডিগ্রি সেলসিয়াসে

সূত্র: আলিপুর আবহাওয়া দফতর

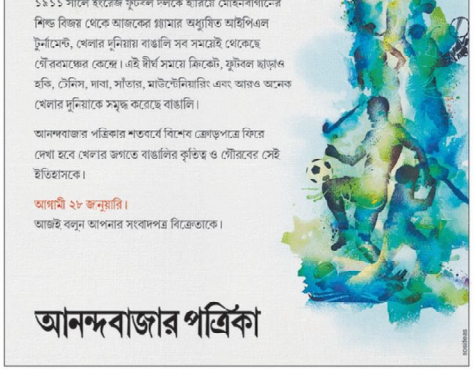

AMPERIA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়াবুল্স সেন্টার কম্পাউন্ড, জেয়াজাংগ, গুরুগ্রাম - ১২২১৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৫০১, ৫ম তল, বেঙ্গলার কোয়ার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬)-এর বিজ্ঞাপনসহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস
ডিফল্টারদের উপরে অফিসার অথরাইজড অ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্